

সন্ন্যাস গ্রহন

উপরতঃ; বহিতি কৰ্ম্ম সকলরে সন্ন্যাসবধিান দ্বারা য়ে পরতিয়াগ, তাহার নাম উপরতি, (সন্ন্যাস গ্রহনরে কথা বলা হয়.ছেৎ এবং তিনি সন্ন্যাস লাভরে অধিকারী কনি তাহা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই বধিান দবেনে।)।উপরতি হলো সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্বক শাস্ত্রবহিতি কার্যকলাপ পরতিয়াগ। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নকিট থাকিয়া বদে,উপনষিাদদি, বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্ররে ব্যাখ্যা গুরু মুখে শ্রবন করবিনে এবং উহা কী পদ্ধতিতে বচিার করতি হইবে তাহার উপদশে প্রাপ্ত হইবনে। তাহার পর বাকী চারটি অবস্থা , বহুদক,কুটীচক,হংস এবং পরমহংস ,

১) বহুদক= শংকরাচার্য্যরে চারটি মঠ সমতে অনুযায় তীর্থক্ষত্রে সদগুরুর নর্দিশে অনুযায়ী ভ্রমন করবিনে এবং এসব তীর্থক্ষত্রে কী করতি হইবে তিনিহি নর্দিশে দবিনে।

২) কুটীচক = সদগুরুর নর্দিশে অনুযায়ী নর্জনে কুটির বঁধে সাধন ভজন করবিনে।

৩)ইহার অর্থ এই য়ে 'অহং' ও 'স' শব্দ দুটি মিলে 'হংস' হয়.; অহং হল 'আমি' ও স হল 'সে', একত্রে অর্থ 'আমি সে'। এখানে, 'আমি' বোঝায়. জীবাত্মা বা জীবতম, জীবন্ত আত্মা, এবং 'তিনি' পরমাত্মা।এই সম্পর্কটি অদ্বৈত দর্শনরে প্রতফিলন করে, যা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বকে বোঝায়।

তিনি অবধূতবশিষে, গৃহহীন, ত্যাগী, স্ত্রী-সংসর্গবর্জতি, কামনারহতি, অযাচক-ব্রতী, যতবিশিষে

৪) পরমহংস = সদগুরুর নর্দিশে অনুযায়ী নর্বিকল্প সমাধিতে বসিয়া সদিধিলাভ করবিনে। অতএব এই জ্ঞানমার্গরে সাধনা যদি শাস্ত্র অনুযায়ী ধরা হয়. কটিটিতে একজন।এগুলি উপদশে প্রাপ্ত হইয়া তিনি পররে পর অবস্থা লাভ করবিনে। পরে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নর্দিশে অনুযায়ী তিনি গুরুগরি করবিনে অথবা অন্যপথে চলবিনে তাহা গুরুই নর্দিশে করবিনে। যদি তাঁহাকে গুরুদেবে সংসার করার পরামর্শ দনে অথবা লোকালয়ে গুরুগরি উপদশে দনে তবই তিনি লোকচক্ষুর সামনে আসবিনে।